আজকের কাগজ

তারিখ 28 AUG 1996
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

ক্যাম্পাস ভাবনা

অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতায় কাটছে দিন

রুহুল মতিন : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রিদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা এখন চরমে। গত একমাস ধরে বিবাদমান দুটি ছাত্র সংগঠনের সশস্ত্র সংঘর্ষ, ভিসির পদত্যাগ, আবাসিক হলগুলোতে ব্যাপকভাবে বহিরাগত সন্ত্রাসিদের সার্বক্ষণিক অবস্থান– এসব নিয়ে ছাত্র-শিক্ষক সবাই আতংকিত।

ইতিমধ্যে ছাত্র-ছাত্রিদের অনেকেই হল ছেড়ে চলে গেছে। আগামী মাসে অনুষ্ঠেয় অনার্স ও মাস্টার্স পরীক্ষা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। অন্যান্য বিভাগের বিভিন্ন পরীক্ষা পিছিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। অভিভাবকশূন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলায়তন অবস্থায় আবারো যে কোনো মুহূর্তে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আশংকা রয়েছে। থমথমে আতংকজনক ক্যাম্পাস পরিস্থিতি ঝড়ের পূর্বাভাস মাত্র। এ অবস্থায় আগামীকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার কথা। কিন্তু ছাত্রদল আহূত লাগাতার ধর্মঘটের কারণে শেষ পর্যন্ত ক্যাম্পাস পরিস্থিতি হয়ে উঠেছে ঘোলাটে। গত এক সপ্তায় প্রক্টোর ও ভিসির পদত্যাগের পর সাধারণ ছাত্রছাত্রিরা একদিকে যেমন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে, পাশাপাশি তাদের শিক্ষা জীবন নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের মাস্টার্স শেষ পর্বের ছাত্র তৈয়বুর রহমান উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমেদের পদত্যাগকে রাজনৈতিক হিসেবে দেখেন। তার মতে, জগন্নাথ হলের মতো দুঃখজনক ঘটনার সময় ভিসি পদত্যাগ করেননি। কিন্তু বর্তমান ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্টিমেটাম দিয়ে পদত্যাগ করেছেন। এটা যুক্তিহীন। ইতিহাস বিভাগের পরীক্ষার্থী পাপিয়া সুলতানা তার পরীক্ষা নিয়ে উদ্বিগ্ন। পাপিয়া জানিয়েছে, নির্ধারিত সময়ের অনেক পর সেপ্টেম্বরের ১৫ তারিখে পরীক্ষার সময়সূচি ঘোষণা করেছে। ভেবেছিলাম পরীক্ষা সময় মতোই শেষ হবে। এখন বুঝতে পারছি না পরীক্ষা কবে শুরু বা শেষ হবে। অনিশ্চয়তার মধ্যে সুস্থ মনে পড়াশুনাও করতে পারছি না। গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্রী কামরুন্নাহার, ইংরেজি তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষার্থী কাজী শাহজাহানও পরীক্ষার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোতে ব্যাপকভাবে বহিরাগতদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ছাত্রলীগ (শা-পা) দখলকৃত ৪টি আবাসিক হলে প্রচুর বহিরাগত উঠেছে। দখলকৃত হলগুলোর কোনো কোনো রুম সংগঠনের কাজে ব্যবহার করা হবে, তার তালিকা তৈরি করা হয়েছে। মুহসীন হলের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ছাত্র আক্ষেপ করে বলেছে, আগে ছিলাম টাঙ্গাইল গ্রুপের অধীনে এখন এসেছি হাজী সেলিমের বাহিনীর অধীনে। কেবলমাত্র দল পরিবর্তন হয়েছে, আসল রূপ পরিবর্তন হয়নি।

একইভাবে ছাত্রদল নিয়ন্ত্রিত হলগুলোতে অন্যান্য হলগুলো থেকে বিতাড়িত নেতাকর্মিরা এসে আশ্রয় নিয়েছে। ফলে চাপ বেড়েছে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রিদের ওপর। জিয়া হলের এক আবাসিক ছাত্র জানিয়েছে, পরীক্ষার পর হল ছাড়ার ইচ্ছে থাকলেও বর্তমানে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যে, হল ছাড়া জরুরি হয়ে পড়েছে।